কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

আপীল বিভাগ

বিচারপতিঃ

মাননীয় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

২০১৪ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২১৯৪৬

২০১৭ সালের ২ নং আই. এ. সহ (২০১৭ সালের পুরাতন সি. এ. এন ১১৭২৬)

প্রমীলা বেরা (মাইতি)

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী দেবব্রত রায়, শ্রী মনোয়জিৎ পাল, শ্রী সর্বনী মুখোপাধ্যায় শ্রী সৌমিক মণ্ডল ……আইনজীবীগণ
রাজ্যের জন্য ঃ	শ্রী এস. কে. মো. গালিব, শ্রী কে. এম. হোসেন _..... আইনজীবীগণ
উত্তরদাতাদের জন্য ৭ থেকে ১৩:	শ্রী অনিল কে. আর. চট্টোপাধ্যায় শ্রী দীনেশ পানি …… আইনজীবীরা
রায়ঃ	**০৫.১০.২০২৩**

<u>বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য:</u>

১। রিট আবেদনকারী -এর অধীনে তাঁকে অঙ্গনওয়ারি সহায়ক পদে নিয়োগের জন্য উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের কাছে একটি নির্দেশের জন্য অনুরোধ করেছেন। আই সি ডি এস প্রকল্প, মহিষাদল-১ (নন্দকুমার)।

২. আবেদনকারী মহিষাদল-১ (নন্দকুমার) এর আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পের অঙ্গনওয়ারী সহায়িকা পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। আবেদনকারী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ১৬.১২.২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবেদনকারী দাবি করেছেন যে তার নাম ০২.০৭.২০১০ তারিখের ১১ নম্বর ক্রমিক প্যানেলে উপস্থিত হয়েছিল। রিট আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে বিবাদী কর্তৃপক্ষ ১৭ নম্বর ক্রমিক প্যানেলে থাকা একজন শিবানী মাল (বর্মণ) কে নিয়োগ করেছিলেন, পরিবর্তে যিনি আবেদনকারীর নাম উক্ত প্যানেলে অনেক উপরে ছিলেন তাকে ১১ নম্বর ক্রমিক প্যানেলে নিয়োগ করেছিলেন।

অভিযোগকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর চেয়ে নীচের প্যানেলে রাখা প্রার্থীকে অবৈধভাবে নিয়োগ করেছে বলে অভিযোগ করে, তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনটি করা হয়েছে ফাইল করা হয়েছে।

৩। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত থাকা বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ রায় বলেন যে, বিবাদী কর্তৃপক্ষ ক্রমিক নং ১১ এর অধীনে প্যানেলে থাকা আবেদনকারীর প্রার্থীতা উপেক্ষা করে প্যানেলে ক্রমিক নং ১৭ এর অধীনে থাকা প্রার্থীকে নিয়োগ করেছেন। শ্রী রায় বলেন যে, আবেদনকারী বিবাদী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অঙ্গনওয়ারী সহকারী পদে নিযুক্ত শিবানী মাল (বর্মণ) এর চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছেন। মিঃ রায় আরও বলেন যে, ২০০৩৬/২০১০ সালের বিশেষ আপিল (সিভিল) নং ২০০৩৬/২০১০ এর আবেদনে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ৬.০৮.২০১০ তারিখে একটি আদেশ জারি করে, যার মাধ্যমে ২০১০ সালের ম্যাট ২৮৯-এ ১৭.০৫.২০১০ তারিখের মাননীয় হাইকোর্টের আদেশের কার্যকরী নির্দেশনা স্থগিত করা হয়েছে। উক্ত আদেশের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে বিদ্যমান প্যানেল থেকে নতুন করে কোনও নিয়োগ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রী রায় যুক্তি দেন যে অঙ্গনওয়ারী সহায়িকাদের নিয়োগ বিবাদী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ লঙঘন করে করা হয়েছে এবং তাই, এই ধরনের নিয়োগ বাতিল এবং বাতিল করা যেতে পারে এবং কর্তৃপক্ষকে নতুন করে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া উচিত।

৪। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ গালিব-মিঃ রায়ের দাখিলের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, সাধারণ বিভাগের প্রার্থী অনিমা সামন্ত (মণ্ডল) কে উক্ত প্যানেলে ক্রমিক নং ১০-এ রাখা হয়েছিল কিন্তু তিনি বিবেচনার ক্ষেত্রভুক্ত না হওয়ায় তাকে নিযুক্ত করা হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, প্যানেলের ১৭ নম্বর ক্রমিক নং-এ রাখা শিবানী মাল (বর্মণ) তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের ছিলেন এবং তাকে তফসিলি জাতি শূন্য পদে নিয়োগ করা হয়েছিল।

শ্রী গালিব বলেন যে, সুপ্রিম কোর্ট ০৬.০৮.২০১০ তারিখের আদেশ পাস করার পরে, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ ১৭.০৮.২০১০ তারিখের একটি স্মারকলিপি জারি করে নির্দেশ দেয় যে ০৬.০৮.২০১০ থেকে কার্যকরভাবে বিদ্যমান প্যানেল থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/অঙ্গনওয়াড়ি সহায়তাকারীদের পদে শূন্যপদের জন্য কোনও নতুন নিয়োগ করা হবে না। তিনি বলেন যে লঙ্ঘন করে কোনও নিয়োগ করা হয়নি সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ।

৫। শ্রী চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞ উকিল যোগ করা উত্তরদাতা ৭-১৩ নম্বরের পক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে যোগ করা উত্তরদাতারা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লকের অধীনে। আই সি ডি এস প্রকল্পের অধীনে অঙ্গনওয়ারি সহায়ক পদের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যোগ করা উত্তরদাতারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সফল হয়েছিলেন এবং তাদের বিভিন্ন উপকেন্দ্রে অঙ্গনওয়ারি সহায়ক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল ০৯.০৭.২০১০ থেকে মহিষাদল-১ নন্দকুমার হিসাবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে যোগ করা উত্তরদাতারা জুলাই, ২০১০ থেকে আজ পর্যন্ত মাসিক পারিশ্রমিক উপভোগ করছে।

৬। পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ উকিলরা শুনে উপকরণগুলি অনুধাবন করে স্থাপন করা হয়েছে।

৭। রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, মহিষাদল-১ (নন্দকুমার) I.C.D.S-এর অধীনে অঙ্গনওয়ার্লি সহায়তাকারীদের শূন্য পদ পূরণের জন্য ২৪.০১.২০০৯ তারিখের একটি মেমো জারি করে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। যার মধ্যে জিপি নম্বর ১১-এর অধীনে নয়টি পদ রয়েছে। উপরোক্ত নয়টি পদের মধ্যে দুটি পদ তফসিলি জাতি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত ছিল, একটি পদ তফসিলি উপজাতি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত ছিল এবং বাকি ছয়টি পদ সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। L.C.D.S-এর অঙ্গনওয়ারি সহায়তাকারীদের প্যানেল থেকে। প্রকল্প মহিষাদল-১ (নন্দকুমার) যা রিট পিটিশনে সংযুক্ত করা হয়েছে, মনে হয় যে রিট আবেদনকারী, যিনি সাধারণ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তিনি ১৮.৪৪ নম্বর পেয়েছেন এবং উক্ত প্যানেলে সিরিয়াল নম্বর ১১-এ স্থাপন করা হয়েছিল।

তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের একজন সন্ধ্যারাণী ভুনিয়া (দোলাই) ২০.৮৯ নম্বর পেয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে তৈরি প্যানেলে ক্রমিক নং ২-এ স্থান পেয়েছেন। তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের একজন স্নেহলতা (দোলাই) ভুনিয়া ১৯.২২ নম্বর পেয়ে প্যানেলে ক্রমিক নং ৭-এ স্থান পেয়েছেন।

৮। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রচলিত বিধিবদ্ধ বিধান অনুসারে পদ সংরক্ষণের জন্য, একটি অসংরক্ষিত শূন্যপদ একজন যোগ্য সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে এবং এই ধরনের সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা শূন্যপদটি এর সাথে সামঞ্জস্য করা হবে না সংরক্ষিত বিভাগের শূন্যপদ।

৯। রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, ছয়টি অসংরক্ষিত শূন্যপদের মধ্যে একটি প্যানেলে যোগ্যতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করায় তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের একজন প্রার্থী সন্ধ্যারণী ভুনিয়া (দোলাই) এই শূন্যপদ পূরণ করেন। অতএব, কর্তৃপক্ষ একটি অসংরক্ষিত শূন্যপদের বিরুদ্ধে সন্ধ্যারণী ভুনিয়া (দোলাই) নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত শূন্যপদের সঙ্গে এই ধরনের শূন্যপদের সমন্বয় না করে। তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত দুটি পদ যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছিল স্নেহলতা দলুই (ভুনিয়া) দ্বারা, যাকে সিরিয়াল নম্বর ৭-এর অধীনে রাখা হয়েছিল এবং সিবানী মল (বর্মণ) যাকে সিরিয়াল নম্বর ১৭-এর অধীনে রাখা হয়েছিল। রিট আবেদনকারী সাধারণ বিভাগের অন্তর্গত এবং তাকে সিরিয়াল নম্বর ১১-এর অধীনে রাখা হয়েছিল। আবেদনকারী একজন অঙ্গনওয়ারি সহায়ক হিসাবে নিয়োগের জন্য বিবেচনার ক্ষেত্রের মধ্যে আসতে পারেননি এবং এই কারণে তাকে নিয়োগ করা হয়নি। এটিও আবেদনকারীর ক্ষেত্রে নয় যে কোনও প্রার্থী সাধারণ বিভাগের অন্তর্গত এবং রাখা হয়েছিল। আবেদনকারীর নিচে একটি পদমর্যাদার প্যানেল নিযুক্ত করা হয়েছিল।

১০। এখন প্রশ্ন উঠছে যে অঙ্গনওয়ারী সহায়িকা পদে নিয়োগগুলি কি ০৬.০৮.২০১০ তারিখের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ আপিলের আবেদনে (২০১০ সালের দেওয়ানি নং ২০০৩৬) প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘন করে করা হয়েছিল কিনা।

রাজ্য এবং যুক্ত করা উত্তরদাতার দায়ের করা হলফনামার সঙ্গে সংযুক্ত নথি থেকে মনে হয় যে নিয়োগ পত্রের তারিখ ছিল ০২.০৭.২০১০। যোগ করা উত্তরদাতারা তাদের হলফনামায় ২২.০২.২০০৩-এর একটি আদেশ অনুসরণ করে বলেছেন যে তারা ২০১০-এর জুলাই থেকে কাজ করছেন এবং ২০১০-এর জুলাই থেকে নির্ধারিত হারে মাসিক সম্মানী পাচ্ছেন। রিট আবেদনকারীরা এই আদালতের সামনে এমন কোনও উপকরণ উপস্থাপন করেননি যা দেখায় যে নিয়োগগুলি বিশেষ অনুমতির আবেদনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত ০৬.০৮.২০১০-এর আদেশ লঙ্ঘন করে করা হয়েছিল ২০১০ সালের ২০০৩৬ নং আপীল (দেওয়ানি)।

১১. রিট আবেদনকারী দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রচলিত বিধিবদ্ধ বিধানগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে অথবা কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে এবং/অথবা কোনও স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতিতে দ্বারা কাজ করেছে সিবানী মলকে (বর্মন) তফসিলি বর্ণের প্রার্থী হিসেবে নিয়োগ করা।

১২. রিট পিটিশনটি এইভাবে কোনও যোগ্যতাবিহীন এবং এটি খারিজ হওয়ার যোগ্য। তদনুসারে রিট পিটিশনটি অবশ্য খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই খারিজ হয়ে যায়। আবেদনটিও নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

১৩. আবেদন করা হলে, জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপিগুলি, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য)

(পি এ সাঞ্চিতা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly